এফডি - ৬

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের নমুনা ছক

প্রকল্পের নাম

এক্সপান্ডিং একসেস টু কোয়ালিটি ক্যাটার‍্যাক্ট সার্জারী ইন বাংলাদেশ (কম্প্রিহেনসীভ ক্যাটার‍্যাক্ট সার্ভিসেস প্রজেক্ট)
Expanding Access to Quality Cataract Surgery in Bangladesh
(Comprehensive Cataract Services Project)

প্রকল্পের মেয়াদ

০২ বছর (অক্টোবর ০১, ২০২৫ হতে এপ্রিল ৩০, ২০২৭)

আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থার নাম

Project Orbis International, Inc.
(প্রজেক্ট অরবিস ইন্টারন্যাশনাল, ইনক.)

প্রকল্প উপস্থাপনকারী, বাস্তবায়নকারী ও স্থানীয় দাতা সংস্থার নাম

মাজহারুল হক বিএনএসবি আই হসপিটাল
Mazharul Haque BNSB Eye Hospital
কুমিল্লা রোড, চাঁদপুর-৩৬০০।
ফোনঃ ০২৩৩৪৪৮৭২৫৯, ০১৭১১৩৮২৩৪৫
ই-মেইলঃ bnsbcdr@gmail.com
ওয়েব ঠিকানাঃ www.bnsb.org

এনজিও নিবন্ধন নং - ২৬৭১

এফডি-৬

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের নমুনা ছক

[এ নমুনা ছকটি বাংলা এবং ইংরেজীতে পূরণ করতে হবে, তবে বাংলায় পূরণকরা বাধ্যতামূলক। বাংলার ক্ষেত্রে সুতুন্নী এমজে ফন্ট ব্যবহার করতে হবে। ৯ সেট এফডি-৬ এর সাথে সিডিতে ৩ সেট এফডি-৬ দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণতা ও অস্বচ্ছতা প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্বের কারণ হবে]

১. এনজিও'র নাম ঃ মাজহারুল হক বিএনএসবি আই হসপিটাল
কুমিল্লা রোড, চাঁদপুর-৩৬০০
ফোন-০২৩৩৪৪৮৭২৫৯, ইমেইল: care@bnsb.org

২. প্রকল্পের নাম ঃ **এক্সপান্ডিং একসেস টু কোয়ালিটি ক্যাটার‍্যাক্ট সার্জারী ইন বাংলাদেশ (কম্প্রিহেনসীভ ক্যাটার‍্যাক্ট সার্ভিসেস প্রজেক্ট)** Expanding Access to Quality Cataract Surgery in Bangladesh (Comprehensive Cataract Services Project)

৩. প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ০২ বছর (অক্টোবর ০১, ২০২৫ হতে এপ্রিল ৩০, ২০২৭)
ক) শুরুর তারিখ ঃ ০১ অক্টোবর ২০২৫ ইং
খ) সমাপ্তির তারিখ ঃ ৩০ এপ্রিল ২০২৭ ইং

৪. প্রকল্প এলাকা ঃ

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা / থানা
		প্রকল্প বর্ষ-১ (০১ অক্টোবর ২০২৫ - ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)
০১	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, মতলব (উঃ), মতলব (দঃ), হাইমচর, হাজিগঞ্জ, শাহরাস্তি ও কচুয়া

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা / থানা
		প্রকল্প বর্ষ-২ (০১ অক্টোবর ২০২৬ - ৩০ এপ্রিল ২০২৭)
০২	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, মতলব (উঃ), মতলব (দঃ), হাইমচর, হাজিগঞ্জ, শাহরাস্তি ও কচুয়া

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার নামঃ
(ক) প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ

ক্র. নং	বর্ণনা	প্রকল্প বর্ষ-১ (০১ অক্টোবর ২০২৫ - ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)	প্রকল্প বর্ষ-২ (০১ অক্টোবর ২০২৬ - ৩০ এপ্রিল ২০২৭)	মোট
১	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	১,৬৩,২৮,০০০ টাকা	৩৫,৬৬,০০০ টাকা	টাকা ঃ ১,৯৮,৯৪,০০০
২	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থানীয় মুদ্রায় অনুদান (টাকা)	০	০	০
৩	স্থানীয় অনুদান	০	০	০
৪	বিদেশী মুদ্রায় (ইউএস ডলার)	১,৩৬,৬২৫	২৯,৮৩৯	১,৬৬,৪৬৩ (ইউএস ডলার)
মোট টাকা ঃ		১,৬৩,২৮,০০০/-	৩৫,৬৬,০০০/-	১,৯৮,৯৪,০০০ টাকা

খ) ১. দাতা সংস্থার নাম ঃ **প্রজেক্ট অরবিস ইন্টারন্যাশনাল, ইনক.** (Project Orbis International,Inc.)
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা ঃ প্রজেক্ট অরবিস ইন্টারন্যাশনাল, ইন. বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস, প্লট নং-২৪, রোড নং-১৩০, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ। (Project Orbis International, Inc. Bangladesh Country Office, Plot#24, Road #130, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh)

৩. ফোন/ফ্যাক্স নম্বর ঃ+৮৮০২২২২২৯৮০৩৩ / +৮৮০০২২২২২৬০০৫০ ফ্যাক্সঃ +৮৮০০২২২২২৮৪৭০২

ইমেইল নম্বর ঃ munir.ahmed@orbis.org

ওয়েব সাইট ঃ www.orbis.org

৪. মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের নিমিত্তে United Nations Security Councils Resulation (UNSCR) কতৃক প্রকাশিত তালিকার সংগে দাতা সংস্থার/ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা? ঃ হ্যা

৫. উক্ত তালিকাভূক্ত সংস্থার/ব্যক্তির সাথে দাতা সংস্থার সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা? ঃ নাই

৬. বিস্তারিত প্রকল্প ঃ

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করুন। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটি-কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা লিখুন) ঃ

বাংলাদেশ প্রায় ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিক দিক থেকে একটি ছোট দেশ। বাংলাদেশে বিশ্বের সর্বোচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং সেইসাথে একটি উচ্চ জন্ম বৃদ্ধির হার ১.৩%। দেশের বর্তমান আনুমানিক জনসংখ্যা ১৮ কোটি। বাংলাদেশের প্রায় ৭৭% লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। বাংলাদেশ খুব দ্রুত শহর কেন্দ্রিক দেশ হিসেবে গড়ে উঠছে। গ্রামের লোকজন কাজের খোঁজে শহরমূখী হচ্ছে। শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্করা এর মধ্যে অন্যতম। আশার কথা হচ্ছে যে দারিদ্র্যতা হ্রাস পেয়েছে। যেখানে ২০০৫ সালে ৪০% লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করতো সেখানে ২০২৪ সালে তা ২৭.৫%-এ নেমে এসেছে। একই সময়ে অতি দারিদ্র্যতাও যথাক্রমে ২৫.১% থেকে ১৭.৬%-এ নেমে এসেছে। বাংলাদেশে এখনও শহরে এবং গ্রামে ব্যাপক দারিদ্র্যতা আছে এবং বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে মূলত সরকারই স্বাস্থ্য পরিষেবায় মূল ভূমিকা পালন করছে সেইসাথে এনজিও ও বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ সরকারকে এবিষয়ে সহায়তা প্রদান করছে। সম্প্রতি সময়ের আবর্তে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিসেবার বিভিন্ন সেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সরকারি স্বাস্থ্য সেবায় অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চোখের স্বাস্থ্য সেবা সরকারী পরিসীমায় খুবই সীমিত আবার বেসরকারী পর্যায়ে শুধুমাত্র প্রধান শহর ও জেলা কেন্দ্রীক হাসপাতালগুলোতে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। এসব প্রধান শহর ও জেলা কেন্দ্রীক হাসপাতাল সমূহেও শুধুমাত্র মাধ্যমিক পর্যায়ের চক্ষু স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা রয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সাথে এখনও চোখের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা যোগ করা হয়নি।

সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার মান যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে এসেছে, প্রসবকালীন শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়ায় মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসবকালীন শিশু মৃত্যুর হার ও ৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সামগ্রীকভাবে মাতৃ স্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নতি সাধন হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভে অনুযায়ী প্রতি ১,০০০ শিশুর জন্মের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার ১.৯৭।

বাংলাদেশে আনুমানিক ৭,৫০,০০০ অন্ধ লোক রয়েছে তার মধ্যে ৬৫০,০০০ জন ছানি জনিত কারণে অন্ধত্ব বরণ করেছে এবং প্রতি বছর ১২০.০০০ মানুষ নতুন করে অন্ধত্ব বরণ করে। ৬,০০,০০০ লোক ক্ষীণ দৃষ্টি বা স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন এর মধ্যে শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। পক্ষান্তরে শতকরা ৯০ জন চক্ষু বিশেষজ্ঞ শহরে বাস করে।

সরকার অন্ধত্বকে একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। যার প্রেক্ষিতে এ সমস্যাকে সমাধান করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দ্যা ব্লাইন্ড সংক্ষেপে বিএনসিবি গঠন করা হয়; যাতে করে দেশের মানুষের অন্ধত্ব প্রতিরোধ এবং প্রতিকার করা যায়। এ লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোসহ সকল দেশের দৃষ্টিহীনদের সমস্যা সমাধানকল্পে যে সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কাজ করছে তাদের একটি আন্তর্জাতিক ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের নাম "এসডিজি-২০৩০"- দৃষ্টি সবার অধিকার। অন্ধত্ব নিবারণে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা, সম্পদ সংগ্রহ করা এবং বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে মিলে জাতীয় অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচী গড়ে তোলাই এ উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ ভিশন ২০৪০ "বৈশ্বিক উদ্যোগে ২০২০ সালে স্বাক্ষরকারী স্বল্প সংখ্যক দেশ সমূহের মধ্যে একটি। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালে ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সভায় " এসডিজি ২০৩০ - দৃষ্টি সবার অধিকার" মূল সনদে স্বাক্ষর করে এবং এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ সরকার, বিভিন্ন এনজিও এবং প্রাইভেট চক্ষু সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম শক্তিশালী করণ যা জাতীয় চক্ষু স্বাস্থ্যনীতির মূল চাবিকাঠি।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলদেশ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দ্যা ব্লাইন্ড এর মাধ্যমে ন্যাশনাল আই কেয়ার, আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহ পারস্পরিক নিবিড় সমন্বয় সাধন পূর্বক সমাজ থেকে নিরময়যোগ্য অন্ধত্ব নিবারণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ কর্মসূচী গুলির মধ্যে অবকাঠামো ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম শক্তিশালী করণ এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্যা ব্লাইন্ড (বিএনএসবি) আন্ধেরী হিলফে বন, জার্মানী এর সহায়তায় ১৯৮২ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে সূদীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে এ পর্যন্ত অন্ধত্ব নিরসনে বাংলাদেশ থেকে অন্ধত্ব নিবারণ ও নিরাময় কর্মসূচী সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে চাঁদপুর এবং আশেপাশের জেলার (চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর) প্রায় ১৫.২৫ মিলিয়ন জনগণের মধ্যে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। যা বাংলাদেশের মোট জন সংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ।

এখানে উল্লেখ্য যে, অত্র অঞ্চলের প্রায় ১৫.২৫ মিলিয়ন মানুষের নিয়মিত চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা সেবা প্রদানের জন্য এটিই একমাত্র বিশেষায়িত চক্ষু হাসপাতাল। এই হাসপাতালটি বর্তমানে অন্ধত্ব প্রতিরোধ, প্রতিকার, দূরীকরণ, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের পূর্ণবাসন, বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে গরীব রোগীদের সেবা প্রদান আসছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পাশাপাশি চক্ষু রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিনিয়তই হাসপাতালে চক্ষু রোগ সমস্যাগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে হাসপাতালের পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতার কারণে চাঁদপুর ও আশপাশের জেলার ব্যাপক ভিত্তিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যাপক চাহিদা মিটানো অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে।

মাজহারুল হক বিএনএসবি আই হসপিটালে ইতিমধ্যে উপজেলা ও গ্রামাঞ্চলের জনগণের দোরগোড়ায় ব্যাপক ভিত্তিক চক্ষু পরিচর্যা সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১২টি প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা কেন্দ্র (পিইসি / ভিশন সেন্টার) প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়াও হাসপাতালের প্রারম্ভিক সময় থেকে এ প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সেবাগুলি প্রদান করা হয়েছে।

- প্রায় ১৫ লক্ষ চক্ষু রোগীকে হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে ০১ লক্ষের বেশী রোগীর চক্ষু ছানিসহ বিভিন্ন অপারেশন করা হয়েছে।
- প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সহস্রাধিক চক্ষু শিবির আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রায় ১২ লক্ষ চক্ষু রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে যাদের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার রোগীর বিনামূল্যে চক্ষু ছানি অপারেশন করা হয়েছে।
- প্রায় ১৩০০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৪.৭০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী, এবং বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক সমন্বিত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের চক্ষু স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ৯৮,৪০০ জন শিশু-কিশোর-কিশোরীকে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করাসহ প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চশমা প্রদান করা হয়েছে।
- অনুর্ধ ১৬ বছর বয়সের প্রায় ২৫০০ জন শিশুকে বিনামূল্যে এবং স্বল্পমূল্যে চোখের ছানি ও ট্যারা চোখ অপারেশন করে তাদের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা হয়েছে।
- প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা গুলোর মাধ্যমে প্রায় ৩,৫০,৫০০ রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে প্রায় ১২,৬৫০ জন রোগীর চক্ষু ছানি ও অন্যান্য অপারেশন করা হয়েছে।

উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়াও এই বৃহত্তর অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২৪০০ জন শিক্ষককে ডেমোনস্ট্রেশন এবং বিভিন্ন এনজিওতে কর্মরত প্রায় ৭০০ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রাথমিক চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের জনগণের দোরগোড়ায় আরও অধিক পরিমাণে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা কিভাবে পৌছে দেয়া যায় তারই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রণয়নকৃত প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিন-পূর্ব অংশ তথা অত্র অঞ্চলের চাঁদপুর জেলা ও তার সন্নিহিত জেলা সমূহের চক্ষু রোগীদের অত্র হাসপাতালে এবং হাসপাতালের প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র, ভিশন সেন্টার ও আউটরীচ কার্যক্রমের মাধ্যমে চক্ষু চিকিৎসা ও সেবাদান। প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিক চক্ষু পরীক্ষার মাধ্যমে শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের সমন্বিত ভাবে স্বল্প ব্যয়ে গুনগত ও মানসম্পন্ন চক্ষু চিকিৎসা প্রদান। প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা

বিষয়ে সচেতন করে তোলা। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও এমএলওপি-দের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের সহায়তায় হাসপাতালের বিদ্যমান চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকে আরোও গতিশীল ও সম্প্রসারিত করে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা। তাছাড়া নিম্নবর্ণিতভাবে প্রকল্প এলাকার জনগনের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গৃহিত প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা হবে।

ক) হাসপাতালে আগত দরিদ্র ও প্রান্তিক চক্ষু রোগীদেরকে বিনা খরচে/স্বল্প খরচের মাধ্যমে সঠিক চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান।

খ) প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবক ও জনগনের সহযোগিতায় চোখের রোগীদের স্ক্রিনিং পূর্বক দরিদ্র শিশুদের দোরগড়ায় ব্যাপক ভিত্তিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা সেবা প্রদান।

গ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন-প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন দানের ব্যবস্থা করা হবে। যাতে ওরিয়েন্টেশনের পর শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ তাদের প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিতভাবে চক্ষু পরীক্ষা করে অতিসহজেই সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য সেবা কেন্দ্রে রেফার্ড করতে পারেন।

ঘ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত বিভিন্ন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী এবং তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন পূর্বক তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে প্রাথমিক শিশু চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে শিশু চক্ষু রোগী চিহ্নিত করার বিষয়ে দক্ষ করে তোলা হবে যাতে তাদের কর্ম এলাকায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠির শিশু চক্ষু রোগ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য সেবা কেন্দ্রে রেফার্ড করতে পারেন।

ঙ) আন্তর্জাতিক দৃষ্টি দিবস উদযাপন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস, প্রতিবন্ধী দিবস, চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ক কর্মশালা, সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ সেবক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় সমন্বিতভাবে অন্ধত্ব হ্রাস ও নিবারণযোগ্য অন্ধত্ব প্রতিরোধ করণার্থে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হবে।

বর্তমানে প্রজেক্ট অরবিস ইন্টারন্যাশনাল, ইনক. এর সহায়তায় মাজহারুল হক বিএনএসবি আই হসপিটাল " **এক্সপান্ডিং একসেস টু কোয়ালিটি ক্যাটার‍্যাক্ট সার্জারী ইন বাংলাদেশ (কম্প্রিহেনসীভ ক্যাটার‍্যাক্ট সার্ভিসেস প্রজেক্ট)** Expanding Access to Quality Cataract Surgery in Bangladesh (Comprehensive Cataract Services Project)" প্রকল্প গ্রহণ করেছে। অরবিস বাংলাদেশের এই প্রকল্পটি পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), মাজহারুল হক বিএনএসবি আই হসপিটাল এবং জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট এবং হাসপাতাল (NIO&H), ন্যাশনাল আই কেয়ার, চক্ষু সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও চক্ষু সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন পেশাজীবিদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে জাতীয় চক্ষু সেবা পরিকল্পনায় নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী কাজ করবে যাতে দেশের বর্তমান চক্ষু সেবা আরও জোরদার করা যায়। এজন্যে অরবিস উন্নত প্রযুক্তি, গুনগত মান উন্নয়ন, কার্যকর মনিটরিং, চাহিদা ভিত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সঠিক অর্থায়ন এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানসম্মত চক্ষুসেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে কাজ করবে। এক্ষেত্রে গরীব ধনী নির্বিশেষে মান সম্পন্ন চক্ষু সেবা যাতে জনগন পেতে পারে তার জন্য সরকারের পাশাপাশি পিকেএসএফসহ অন্যান্য সংস্থার সাথেও কারিগরি সহায়তাসহ সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

খ. প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে (যথা- এনএসএপিআর-২, রূপকল্প-২০৪১, এসডিজি ও সরকারের খাতভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী) প্রাসঙ্গিকতাঃ

১) আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বকে বিশেষকরে তৃতীয় বিশ্বকে অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করতে ভিশন-২০৪১ এবং এসডিজি ২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্ধত্বের পরিমান কমিয়ে ফেলা অথবা অন্ধত্ব পুরোপুরি দূর করা। ভিশন-২০৪১ এবং এসডিজি কে মৌলিক লক্ষ্য ধরে বাংলাদেশেও জাতীয় পরিকল্পনা (ন্যাশনাল আই কেয়ার প্ল্যান) প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় পরিকল্পনা (ন্যাশনাল আই কেয়ার প্ল্যান) এর সাথে প্রকল্পটির যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্যতা নিরুপন করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় চক্ষু পরিকল্পনার উদ্যেশ্যকে সফল করা।

২) টেকসই উন্নয়নের অভীষ্টের (এসডিজি) সঙ্গে সম্পৃক্ততা ঃ

গোল (Goal)	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট বরাদ্ধ	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ)	সকলের জন্য অসুস্থজনিত আর্থিক ঝুকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ঔষধ ও টিকা সুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন।	=১,৯৮,৯৪,০০০/-	প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিসহ চক্ষু চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরনের জন্য প্রয়োজনীয় চোখের অপারেশন সেবা, যন্ত্রপাতি, চশমা প্রদান এবং ঔষধ প্রদানের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে।	

অন্ধত্ব বিশ্বব্যাপী মানব জাতির জন্য একটি গভীর সামাজিক সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক তথ্যমতে পৃথিবীতে প্রায় ৩৯ মিলিয়ন মানুষ অন্ধত্বের শিকার (WHO Fact sheet No. 282, Visual Impairment and Blindness. Update April 2011) । এছাড়াও ২৪৫ মিলিয়ন মানুষ মধ্যম থেকে মারাত্বক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (WHO Fact sheet No. 282, Visual Impairment and Blindness. Update April 2011) । বিশ্বে প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে ০১ জন করে ব্যক্তি অন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং প্রতি মিনিটে ১ জন শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে (The Fred Hollows Foundation NZ, Module-5 Global Blindness Statistics)। এদের ৯০ শতাংশের বাস বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে।

বাংলাদেশে জাতীয় অন্ধত্ব ও ক্ষীণদৃষ্টি জরীপ ২০০০ অনুযায়ী বয়স অনুপাতে অন্ধত্বের প্রার্দুভাব ১.৫ শতাংশ। ৮০ শতাংশ অন্ধত্বের প্রধান কারণ ছানিজনিত রোগ। অন্য এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় (National Eye Care Plan,Bangladesh) যে,

- বাংলাদেশে প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার অন্ধ লোক রয়েছে যাদের বয়স ৩০ বা তার ঊর্ধ্বে এবং প্রতিবছরই এই সংখ্যার সাথে নতুন করে আরও ৬০ হাজার করে যোগ হচ্ছে।
- ৩৩ লাখ বয়স্ক মানুষ অসংশোধিত দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি বয়ে বেড়াচ্ছেন।
- ১৩ লাখ শিশু অসংশোদিত দৃষ্টিশক্তির ত্রুটিতে ভোগছে।
- অন্ধত্বের প্রধান কারণ ছানি এবং ছানির কারণে অন্ধত্বের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ, যা মোট অন্ধত্বের প্রায় ৮০%।

বাংলাদেশে অন্ধত্বের অনেকগুলো রোগের কারণের মধ্যে ৫টি রোগ অন্ধত্বের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারমধ্যে ছানি রোগ, শিশু অন্ধত্ব, আরওপি, ক্ষীণদৃষ্টি (রিফ্র্যাকটিভ এ্যারর), ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ও গ্লুকোমা অন্যতম।

২০০০ সালে পরিচালিত জাতীয় অন্ধত্ব এবং ক্ষীণদৃষ্টি জরীপ এর তথ্যমতে বাংলাদেশে শিশু অন্ধত্বের হার প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ০.৭৫ জন। সে অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪০ হাজার অন্ধ শিশু রয়েছে। শিশু অন্ধত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে ছানি রোগ এবং বাংলাদেশে প্রায় ১২ হাজার শিশু ছানি রোগের কারণে দৃষ্টিহীন আছে, যা ছানি অপারেশনের মাধ্যমে দুর করা সম্ভব।

প্রকল্পটি জাতীয় বাংলাদেশ সরকারের এনএসএপিআর-২ ও রূপকল্প-২০৪১ এবং **এসডিজি**'র সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যৌক্তিক যোগসাজস সাপেক্ষে প্রণয়ন করা রয়েছে। যা বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রচেষ্ঠার সম্পূরক শক্তি হিসাবে কাজে করবে এবং দেশ থেকে দারিদ্রতা হ্রাস করে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করবে এবং এসডিজি ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্র বাস্তবায়নেও অঙ্গীকারবদ্ধ। পরিহারযোগ্য অন্ধত্ব নির্মূল, সহস্রাবাদ লক্ষ অর্জনের পরিপূরক। বাংলাদেশ সরকার চক্ষু সেবায় সরকারী, এনজিও ও বেসরকারী সংস্থার অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে সম্পদ যোগানের মাধ্যমে লক্ষ্যগুলি অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাছাড়া, জাতীয় চক্ষু সেবা পরিকল্পনা (NEC) যা "ভিশন : ২০৪০" বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করছে। উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, চক্ষু সেবায় নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর দি ব্লাইন্ড (BNCB) নির্দেশনায় একযোগে কাজ করছে। বর্তমানে বাস্তবায়িত সরকারের NEC পরিকল্পনাটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের প্রণীত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচী যা বর্তমানে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা পুষ্ট উন্নয়ন সেক্টর কর্মসূচীতে (HPNDSP) অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। উক্ত কর্মসূচী (HPNDSP-NEC Operational Plan 2021 to 2025), সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় চক্ষু সেবা পরিকল্পনায় (NEC Plan) পরিহার যোগ্য অন্ধত্বের নিয়ন্ত্রনের জন্য যে দিকগুলো বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো ও কারীগরী উন্নয়ন, চক্ষু রোগের বোঝা কমানো, অংশীদারীত্ব ও সমন্বয়ের উন্নতি এবং নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্যে এডভোকেসী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অরবিস "এসডিজি : ২০৩০" এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বিশ্বাস করে যে, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (NIO), BNCB, "এসডিজি : ২০৩০" জাতীয় কমিটি, স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর (DGHS), উন্নয়ন সহযোগীদের অংশীদারীত্বের মাধ্যমে সমন্বিত কর্মসূচী দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অরবিস বাংলাদেশ কর্মসূচী - জাতীয় পর্যায়ে NIO এর মাধ্যমে NEC Plan পর্যালোচনা। অগ্রগতি পরীবিক্ষন, অভিজ্ঞতা জ্ঞান ও প্রয়োগিক কৌশলগত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকসমূহ উন্নয়নে, গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে যেমন, পরিহারযোগ্য শিশু অন্ধত্ব নিরসনে জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচী গ্রহণ, বাস্তবায়নে কারীগরী সহায়তা প্রদান সহ বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এছাড়াও অরবিস বাংলাদেশে INGO ফোরামের মাধ্যমে কাজ করে NIO&H এর নেতৃত্বে জাতীয় ভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ফোরামকে আরও কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে।

অরবিস বাংলাদেশের এই প্রকল্পটি জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট এবং হাসপাতাল (NIO&H), চক্ষু সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও চক্ষু সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন পেশাজীবিদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে জাতীয় চক্ষু সেবা পরিকল্পনায় নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী কাজ করবে যাতে দেশের বর্তমান চক্ষু সেবা আরও জোরদার করা যায়। এজন্যে অরবিস উন্নত প্রযুক্তি, গুনগত মান উন্নয়ন, কার্যকর মনিটরিং, চাহিদা ভিত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সঠিক অর্থায়ন এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানসম্মত চক্ষুসেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে কাজ করবে। এক্ষেত্রে গরীব ধনী নির্বিশেষে মান সম্পন্ন চক্ষু সেবা যাতে জনগন পেতে পারে তার জন্য সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য সংস্থার সাথেও কারিগরি সহায়তাসহ সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

বাংলাদেশে অন্ধত্ব হ্রাস ও পরিহাযোগ্য অন্ধত্ব নিবারণ এবং দরিদ্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্ধত্বের বিভিন্ন সমস্যা নিরসন ও তাদেরকে অন্ধত্বের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করতে Bangladesh National Eye Care Plan এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Action Plan for the Prevention of Avoidable Blindness and Visual Impairment, 2009-2013 এবং VISION 2020-The Righ to Sight এর উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকারের এনএসএপিআর-২, রূপকল্প-২০২১ ও এসডিজি খাতভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

গ. উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

প্রকল্প বর্ষ-০১ (০১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

- পিকেএসএফ এর সহযোগী সদস্যপ্রতিষ্ঠাণের স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে অতিতরিদ্র চক্ষু রোগীদেরকে চোখের স্ক্রীনিং সেবা প্রদান করা।
- চক্ষু রোগ কমানোর জন্য চক্ষু রোগ সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতন করে তোলা।
- সাধারণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন জীবন যাপনের জন্য সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে চক্ষুসেবা প্রদান করা।
- দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আধুনিক পদ্ধতির ছানি অপারেশন করা।
- জীবনময় সুখী জীবন যাপনের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশুদের চক্ষুরোগ প্রতিরোধ ও প্রতিশোধক প্রদান করা।
- অতি গরীব জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ও ছানি অপারেশন সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- মান সম্পন্ন চক্ষুসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসক ও জনবল প্রস্তুত করা।

- জাতীয় অন্ধত্ব হ্রাস করণ ও পরিহারযোগ্য অন্ধত্ব নিবারণে এগিয়ে আসার জন্য সমাজের সকল স্তরের জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক চক্ষু স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করণার্থে প্রাথমিক চক্ষু স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও পরিচর্যার উপর ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, তথ্য, শিক্ষা ও প্রচারণা (আই.ই.সি) বিষয়ে উপকরণ বিতরণ, বিলবোর্ড স্থাপন, আন্তর্জাতিক দৃষ্টি দিবস উৎযাপন এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় নাগরিক ও সূশীল সমাজের জন্য কর্মশালার আয়োজন করা।

প্রকল্প বর্ষ-০২ (০১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৭)

- পিকেএসএফ এর সহযোগী সদস্যপ্রতিষ্ঠাণের স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে অতিতরিদ্র চক্ষু রোগীদেরকে চোখের স্ক্রীনিং সেবা প্রদান করা।
- চক্ষু রোগ কমানোর জন্য চক্ষু রোগ সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতন করে তোলা।
- সাধারণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন জীবন যাপনের জন্য সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে চক্ষুসেবা প্রদান করা।
- দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আধুনিক পদ্ধতির ছানি অপারেশন করা।
- জীবনময় সুখী জীবন যাপনের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশুদের চক্ষুরোগ প্রতিরোধ ও প্রতিশোধক প্রদান করা।
- অতি গরীব জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ও ছানি অপারেশন সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- মান সম্পন্ন চক্ষুসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসক ও জনবল প্রস্তুত করা।
- জাতীয় অন্ধত্ব হ্রাস করণ ও পরিহারযোগ্য অন্ধত্ব নিবারণে এগিয়ে আসার জন্য সমাজের সকল স্তরের জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক চক্ষু স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করণার্থে প্রাথমিক চক্ষু স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও পরিচর্যার উপর ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, তথ্য, শিক্ষা ও প্রচারণা (আই.ই.সি) বিষয়ে উপকরণ বিতরণ, বিলবোর্ড স্থাপন, আন্তর্জাতিক দৃষ্টি দিবস উৎযাপন এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় নাগরিক ও সূশীল সমাজের জন্য কর্মশালার আয়োজন করা।

ঘ. লক্ষ্যমাত্রা (সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময় *(SMART)* নির্ধারণ করুন। পরিবীক্ষনের জন্য টার্গেট *SMART* করা অত্যন্ত জরুরী) ঃ

প্রকল্প বর্ষ-০১

০১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত লক্ষমাত্রা অর্জন করা হবে।

- ৪৫,০০০ জন প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীন পর্যায়ে বসবাসরত মানুষকে ৯০টি ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবির কার্যক্রমের মাধ্যমে এবং পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী ভিশন সেন্টারের মাধ্যমে বিনা খরচে স্ক্রিনিং করা হবে এবং প্রয়োজনীয় চক্ষু চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করা হবে।
- ৪,৫০০ জন প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীন পর্যায়ে বসবাসরত ছানি রোগীকে ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবির কার্যক্রমের মাধ্যমে বিনা খরচে আধুনিক পদ্ধতির ছানি অপারেশন করে লেন্স প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে চোখের আলো ফিরিয়ে দেয়া হবে।
- আন্তর্জাতিক দৃষ্টি দিবস, বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ও আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন এর মাধ্যমে জাতীয় অন্ধত্ব হ্রাস করণ ও পরিহারযোগ্য অন্ধত্ব নিবারণে এগিয়ে আসার জন্য সমাজের সকলস্তরের জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক চক্ষু স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করণার্থে প্রাথমিক চক্ষু স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও পরিচর্যার উপর তথ্য, শিক্ষা ও প্রচারণা (আই.ই.সি) বিষয়ে ৫,০০০ লিফলেট উপকরণ বিতরণ করা হবে। এছাড়া ৩০০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হবে।

প্রকল্প বর্ষ-০২

০১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৭ এর মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত লক্ষমাত্রা অর্জন করা হবে।

- ১০,০০০ জন প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীন পর্যায়ে বসবাসরত মানুষকে ২০টি ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবির কার্যক্রমের মাধ্যমে এবং পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী ভিশন সেন্টারের মাধ্যমে বিনা খরচে স্ক্রিনিং করা হবে এবং প্রয়োজনীয় চক্ষু চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করা হবে।
- ১,০০০ জন প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীন পর্যায়ে বসবাসরত ছানি রোগীকে ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবির কার্যক্রমের মাধ্যমে বিনা খরচে আধুনিক পদ্ধতির ছানি অপারেশন করে লেন্স প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে চোখের আলো ফিরিয়ে দেয়া হবে।
- আন্তর্জাতিক দৃষ্টি দিবস, বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ও আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন এর মাধ্যমে জাতীয় অন্ধত্ব হ্রাস করণ ও পরিহারযোগ্য অন্ধত্ব নিবারণে এগিয়ে আসার জন্য সমাজের সকলস্তরের জনগনের অংশগ্রহণ

নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক চক্ষু স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করণার্থে প্রাথমিক চক্ষু স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও পরিচর্যার উপর তথ্য, শিক্ষা ও প্রচারণা (আই.ই.সি) বিষয়ে ৫,০০০ লিফলেট উপকরণ বিতরণ করা হবে। এছাড়া ৩০০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হবে।

৬. **প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করুণ) ঃ**

প্রকল্প বর্ষ-০১

০১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত প্রত্যাশিত ফল/লক্ষমাত্রা অর্জন করা হবে।

ক্রম	প্রত্যাশিত ফলাফল	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও গুনবাচক তথ্য	সংখ্যাবাচক তথ্য	সময়
০১	**প্রত্যাশিত ফলাফল-১ঃ** কার্য্য এলাকায় বসবাসরত চক্ষু রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।	হাসপাতাল, কমিউনিটি ভিশন সেন্টার এবং ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে সেন্টারসমূহে আগত আগত রোগীদের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা ও চক্ষু চিকিৎসা কার্যক্রম	৪৫,০০০ জন ৩০ বছর বয়োশোর্ধ নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী চক্ষুরোগী বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা, প্রয়োজনীয় ঔষথ এবং চশমা প্রাপ্ত হবেন।	০১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইং
০২	**প্রত্যাশিত ফলাফল-২ঃ** কার্য্য এলাকায় বসবাসরত চক্ষু রোগীদের ছানি অপারেশন, অপারেশন পরবর্তী চিকিৎসা, ঔষধ ও চশমা প্রদান করা।	দরিদ্র চোখের রোগীদের বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন, অপারেশন পরবর্তী চিকিৎসা, ঔষধ ও চশমা প্রদান কার্যক্রম	৯০ টি কমিউনিটি স্ক্রিনিং এবং আউটরীচ ক্যাম্প কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪,৫০০ জন ৩০ বছর বয়োশোর্ধ চোখে ছানি রোগে আক্রান্ত নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী চোখের রোগীকে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন, অপারেশন পরবর্তী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, ৪,৫০০ জনকে অপারেশন পরবর্তী ঔষধ ও ৪,৫০০ জন বিনামূল্যে চশমা প্রাপ্ত হবেন।	০১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইং
০৩	**প্রত্যাশিত ফলাফল-৩ঃ** প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	পিকেএসএফ এর সদস্য সংস্থাসমূহের স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও মাঠ পর্যায়ে ভিশন পয়েন্ট প্যাক ব্যববহার করে স্ক্রীনিং ও মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম	২৫০ জন পিকেএসএফ এর সহযোগী বেসরকারী সংস্থার স্বাস্থ্যকর্মীগণ প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন এবং ভিশন স্ক্রীনিং, ডাটা এন্ট্রি ও রেফারেল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন।	০১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইং
০৪	**প্রত্যাশিত ফলাফল-৪ঃ** চোখের চিকিৎসা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরন, উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচারণা সভা	সচেনতাবৃদ্ধিমূলক দিবস উদযাপন ও প্রচারনা কার্যক্রম	বিশ্ব দৃষ্টি দিবস, বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ও আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপনের মাধ্যমে ৩০০ জন ব্যাক্তি সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন। এয়াড়া ৫,০০০ পোষ্টার, লিফলেট এবং আইসিসি, বিসিসি ম্যাটারিয়েল বিতরনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চক্ষু চিকিৎসা ও সুস্বাস্থ্য বিষয়ে ১,০০০ জন মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।	অক্টোবর,নভেম্বর, ২০২৫ ইং মার্চ ২০২৬ ইং

প্রকল্প বর্ষ-০২

০১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৭ এর মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত প্রত্যাশিত ফল/লক্ষমাত্রা অর্জন করা হবে।

ক্রম	প্রত্যাশিত ফলাফল	সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও গুনবাচক তথ্য	সংখ্যাবাচক তথ্য	সময়

০১	**প্রত্যাশিত ফলাফল-১ঃ** কার্য্য এলাকায় বসবাসরত চক্ষু রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।	হাসপাতাল, কমিউনিটি ভিশন সেন্টার এবং ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে সেন্টারসমূহে আগত আগত রোগীদের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা ও চক্ষু চিকিৎসা কার্যক্রম	১০,০০০ জন ৩০ বছর বয়োশোর্ধ নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী চক্ষুরোগী বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা, প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং চশমা প্রাপ্ত হবেন।	০১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৭ ইং
০২	**প্রত্যাশিত ফলাফল-২ঃ** কার্য্য এলাকায় বসবাসরত চক্ষু রোগীদের ছানি অপারেশন, অপারেশন পরবর্তী চিকিৎসা, ঔষধ ও চশমা প্রদান করা।	দরিদ্র চোখের রোগীদের বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন, অপারেশন পরবর্তী চিকিৎসা, ঔষধ ও চশমা প্রদান কার্যক্রম	২০ টি কমিউনিটি স্ক্রিনিং এবং আউটরীচ ক্যাম্প কার্যক্রমের মাধ্যমে ১,০০০ জন ৩০ বছর বয়োশোর্ধ চোখে ছানি রোগে আক্রান্ত নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী চোখের রোগীকে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন, অপারেশন পরবর্তী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, ১,০০০ জনকে অপারেশন পরবর্তী ঔষধ ও ১,০০০ জন বিনামূল্যে চশমা প্রাপ্ত হবেন।	০১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৭ ইং
০৩	**প্রত্যাশিত ফলাফল-৩ঃ** চোখের চিকিৎসা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরন, উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচারণা সভা	সচেনতাবৃদ্ধিমূলক দিবস উদযাপন ও প্রচারনা কার্যক্রম	বিশ্ব দৃষ্টি দিবস, বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ও আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপনের মাধ্যমে ৩০০ জন ব্যাক্তি সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন। এয়াড়া ৫,০০০ পোষ্টার, লিফলেট এবং আইসিসি, বিসিসি ম্যাটারিয়েল বিতরনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চক্ষু চিকিৎসা ও সুস্বাস্থ্য বিষয়ে ১,০০০ জন মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।	অক্টোবর,নভেম্বর, ২০২৬ ইং মার্চ ২০২৭ ইং

৬. প্রকল্প কার্যক্রমসমূহ এবং প্রতিটি কার্যক্রমের বিপরীতে বরাদ্দ ঃ

প্রকল্প বর্ষ-১ (০১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)					
ক্র.নং	**প্রধান কার্যক্রমসমূহ**	**প্রাক্কলিত বরাদ্দ**			**উপকার ভোগীর সংখ্যা**
		দাতা সংস্থার অনুদান	**স্থানীয় অনুদান**	**সর্বমোট**	
০১	প্রকল্প কর্মচারীদের বেতন ভাতা (দেশী)	**৭৪,৪০,০০০**	**০**	**৭৪,৪০,০০০**	১৮ জন প্রকল্প কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। বিনামূল্যে ৪৫,০০০ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা, রিফ্রেকশান করাসহ প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চশমা প্রদান করা হবে।
১.১	চিকিৎসক (২ জন * ১২ মাস * ৭৫,০০০/-)	১৮,০০,০০০		১৮,০০,০০০	
১.২	রিফ্রেকশনিষ্ট (৩ জন * ১২ মাস * ৫০,০০০/-)	১৮,০০,০০০		১৮,০০,০০০	
১.৩	নার্স/প্যারামেডিকস (৪ জন * ১২ মাস * ৩৫,০০০/-)	১৬,৮০,০০০		১৬,৮০,০০০	
১.৪	পেসেন্ট হেলপার (৮ জন * ১২ মাস * ১৫,০০০/-)	১৪,৪০,০০০		১৪,৪০,০০০	
১.৫	প্রকল্প কর্মকর্তা (১ জন*১২ মাস * ৬০,০০০/-)	৭,২০,০০০		৭,২০,০০০	
০২	চক্ষু পরীক্ষার যন্ত্রপাতি (শ্লীট ল্যাম্প)	৫,০০,০০০		৫,০০,০০০	চক্ষু চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি
০৩	বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন কার্যক্রম	৭৪,৩২,০০০		৭৪,৩২,০০০	৪,৫০০ জন চোখে ছানি পড়া রোগীর বিনামূল্যে ছানি অপারেশনপূর্বক লেন্স সংযোজন করা হবে এবং অপারেশন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চশমা প্রাপ্ত হবেন।
০৪	স্বাস্থ্যকর্মীদের ওরিয়েন্টেশন	৪,৫০,০০০		৪,৫০,০০০	পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থাসমূহের ২৫০ জন স্বাস্থ্যকর্মী প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন।
০৫	সচেতন/উদ্বুদ্ধকরণ/	৭৮,০০০		৭৮,০০০	সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব দৃষ্টি দিবস, বিশ্ব

	সংবেদনশীলতা/ প্রচারণা সভা ও দিবস উদযাপন				ডায়াবেটিস দিবস ও আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপনের মাধ্যমে ৩০০ জনকে চক্ষু পরীক্ষাসহ ৫,০০০ জন জনসাধারনকে চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ে সচেতন করা হবে।
০৬	প্রশাসনিক ব্যায়	৪,২৮,০০০		৪,২৮,০০০	প্রযোজ্য নয়
সর্বমোটঃ		**১,৬৩,২৮,০০০**	**০**	**১,৬৩,২৮,০০০**	**৪৫,৫৬৮ জন**

প্রকল্প বর্ষ-২ (০১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৭)					
ক্র.নং	**প্রধান কার্যক্রমসমূহ**	**প্রাক্কলিত বরাদ্ধ**			**উপকার ভোগীর সংখ্যা**
		দাতা সংস্থার অনুদান	**স্থানীয় অনুদান**	**সর্বমোট**	
০১	প্রকল্প কর্মচারীদের বেতন (দেশী)	**১৭,৫০,০০০**	**০**	**১৭,৫০,০০০**	৬ জন প্রকল্প কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। বিনামূল্যে ১০,০০০ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা, রিফ্রেকশান করাসহ প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চশমা প্রদান করা হবে।
১.১	চিকিৎসক (১ জন * ৭ মাস * ৭৫,০০০/-)	৫,২৫,০০০		৫,২৫,০০০	
১.২	রিফ্রেকশনিষ্ট (১ জন * ৭ মাস * ৫০,০০০/-)	৩,৫০,০০০		৩,৫০,০০০	
১.৩	নার্স/প্যারামেডিকস (১ জন * ৭ মাস * ৩৫,০০০/-)	২,৪৫,০০০		২,৪৫,০০০	
১.৪	পেসেন্ট হেলপার (২ জন * ৭ মাস * ১৫,০০০/-)	২,১০,০০০		২,১০,০০০	
১.৫	প্রকল্প কর্মকর্তা (১ জন*৭ মাস * ৬০,০০০/-)	৪,২০,০০০		৪,২০,০০০	
০২	বিনামূল্যে ছানি অপারেশন	১৬,৮২,০০০		১৬,৮২,০০০	১,০০০ জন চোখে ছানি পড়া রোগীর বিনামূল্যে ছানি অপারেশনপূর্বক লেন্স সংযোজন করা হবে এবং অপারেশন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চশমা প্রাপ্ত হবেন।
০৪	সচেতন/উদ্বুদ্ধকরণ/ সংবেদনশীলতা/ প্রচারণা সভা ও দিবস উদযাপন	৬৬,০০০		৬৬,০০০	সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব দৃষ্টি দিবস উদযাপনের মাধ্যমে ৩০০ জনকে চক্ষু পরীক্ষাসহ ১,০০০ জন জনসাধারনকে চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ে সচেতন করা হবে।
০৫	প্রশাসনিক ব্যায়	১,৩৪,০০০		১,৩৪,০০০	প্রযোজ্য নয়
সর্বমোটঃ		**৩৫,৬৬,০০০**	**০**	**৩৫,৬৬,০০০**	**১০,৩০৬ জন**

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকান্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে) ঃ

প্রকল্প বর্ষ-০১

০১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

ক্রম	**জেলা**	**উপজেলা**	**ইউনিয়ন**	**কর্মকান্ডসমুহ**	**পরিমান**	**উপকারভোগীর সংখ্যা**	**বরাদ্দ (টাকা)**	**সময়সীমা**
০১	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	উল্লেখিত জেলাসমূহের বর্ণিত উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়নসমূহ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের আওতায় আসবে। হাসপাতালের চক্ষু সেবাসহ প্রকল্প	ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবির কার্যক্রম (চক্ষু শিবিরে ছানি রোগী বাছাই এবং হাসপাতালে এনে অপারেশন করার ব্যবস্থা) কার্যক্রমটি	০৮ টি	৪,০০০ জন	১৩,২১,৯১০/-	প্রত্যেকটি চক্ষু শিবির কার্যক্রম ৩ দিন ব্যাপি চলবে। সে হিসাবে মোট ৩*৯০= ২৭০ দিন
		ফরিদগঞ্জ			১০ টি	৫,০০০ জন	১৬,৫২,৪৫০/-	
		মতলব উত্তর			১২ টি	৬,০০০ জন	১৯,৮২,৯৪০/-	

		মতলব দক্ষিন	কার্যক্রম হতে দেশের সকল অঞ্চলের ও স্তরের জনগন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।	উল্লেখিত সকল উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।	১২ টি	৬,০০০ জন	১৯,৮২,৯৪০/-	(তবে ছুটির দিনে ভ্যেনু অনুয়ায়ী বিশেষ করে শুক্রবার ও শনিবার কিছু মেডিকেল ক্যম্প আয়োজন করা হতে পারে)
		শাহরাস্তি			১২ টি	৬,০০০ জন	১৯,৮২,৯৪০/-	
		হাজীগঞ্জ			১২ টি	৬,০০০ জন	১৯,৮২,৯৪০/-	
		হাইমচর			১২ টি	৬,০০০ জন	১৯,৮২,৯৪০/-	
		কচুয়া			১২ টি	৬,০০০ জন	১৯,৮২,৯৪০/-	
মোট					**৯০ টি**	**৪৫,০০০ জন**	**১,৪৮,৭২,০০০/-**	
০২	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	উল্লেখিত জেলার বর্ণিত উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়নসমূহ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের আওতায় আসবে	চক্ষু চিকিৎসা সংক্রান্ত মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়	০১ টি		৫,০০,০০০/-	
০৩	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	উল্লেখিত জেলার বর্ণিত উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়নসমূহ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের আওতায় আসবে	পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থাসমূহের ২৫০ জন স্বাস্থ্যকর্মী প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা, রোগী নিবন্ধন, চোখের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা ও রেয়ারেল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন	১০ টি	২৫০ জন	৪,৫০,০০০/-	১০ দিন (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী ১ দিনের প্রশিক্ষন প্রাপ্ত হবেন)
০৪	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	সচেতন/উদ্বুদ্ধকরণ/ সংবেদনশীলতা/ প্রচারণা সভা	বিশ্ব দৃষ্টি দিবস, বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ও আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালি, ক্লিনিং ও আলোচনা সভা এবং লিফলেট বিতরণ	০৩টি	৩০০ জন	৭৮,০০০/-	০৩ দিন
০৪	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	প্রশাসনিক ব্যায়	প্রশাসনিক ব্যায়	০১ টি	১৮ জন	৪,২৮,০০০	প্রকল্প কার্যকাল মেয়াদী
প্রকল্প বর্ষ ০১ঃ মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)						৪৫,৫৬৮ জন	**১,৬৩,২৮,০০০**	

প্রকল্প বর্ষ-০২

০১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৭ এর মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

ক্রম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কর্মকান্ডসমুহ	পরিমান	উপকারভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দ (টাকা)	সময়সীমা

০১	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	উল্লেখিত জেলাসমূহের বর্ণিত উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়নসমূহ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের আওতায় আসবে। হাসপাতালের চক্ষু সেবাসহ প্রকল্প কার্যক্রম হতে দেশের সকল অঞ্চলের ও স্তরের জনগন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।	ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবির কার্যক্রম (চক্ষু শিবিরে ছানি রোগী বাছাই এবং হাসপাতালে এনে অপারেশন করার ব্যবস্থা) কার্যক্রমটি উল্লেখিত সকল উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।	০২ টি	১,০০০ জন	৩,১০,২০০/-	প্রত্যেকটি চক্ষু শিবির কার্যক্রম ৩ দিন ব্যাপি চলবে। সে হিসাবে মোট ৩*৯০= ২৭০ দিন (তবে ছুটির দিনে ভ্যেনু অনুয়ায়ী বিশেষ করে শুক্রবার ও শনিবার কিছু মেডিকেল ক্যম্প আয়োজন করা হতে পারে)
		ফরিদগঞ্জ			০২ টি	১,০০০ জন	৩,১০,২০০/-	
		মতলব উত্তর			০৩ টি	১,৫০০ জন	৫,১৪,৮০০/-	
		মতলব দক্ষিন			০২ টি	১,০০০ জন	৩,৪৩,২০০/-	
		শাহরাস্তি			০৩ টি	১,৫০০ জন	৫,১৪,৮০০/-	
		হাজীগঞ্জ			০৩ টি	১,৫০০ জন	৫,১৪,৮০০/-	
		হাইমচর			০২ টি	১,০০০ জন	৩,৪৩,২০০/-	
		কচুয়া			০৩ টি	১,৫০০ জন	৫,১৪,৮০০/-	
মোট					**২০ টি**	**১০,০০০ জন**	**৩৩,৬৬,০০০/-**	
০২	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	সচেতন/উদ্বুদ্ধকরণ/ সংবেদনশীলতা/ প্রচারণা সভা	বিশ্ব দৃষ্টি দিবস, বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ও আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালি, স্ক্রিনিং ও আলোচনা সভা এবং লিফলেট বিতরণ	০৩টি	৩০০ জন	৬৬,০০০/-	০৩ দিন
০৩	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	প্রশাসনিক ব্যায়	প্রশাসনিক ব্যায়	০১ টি	৬ জন	১,৩৪,০০০	প্রকল্প কার্যকাল মেয়াদী
প্রকল্প বর্ষ ০২ঃ মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)						১০,৩০৬ জন	**৩৫,৬৬,০০০/-**	

৮. প্রকল্প ব্যবস্থপনা ঃ

প্রকল্প অর্গানোগ্রাম

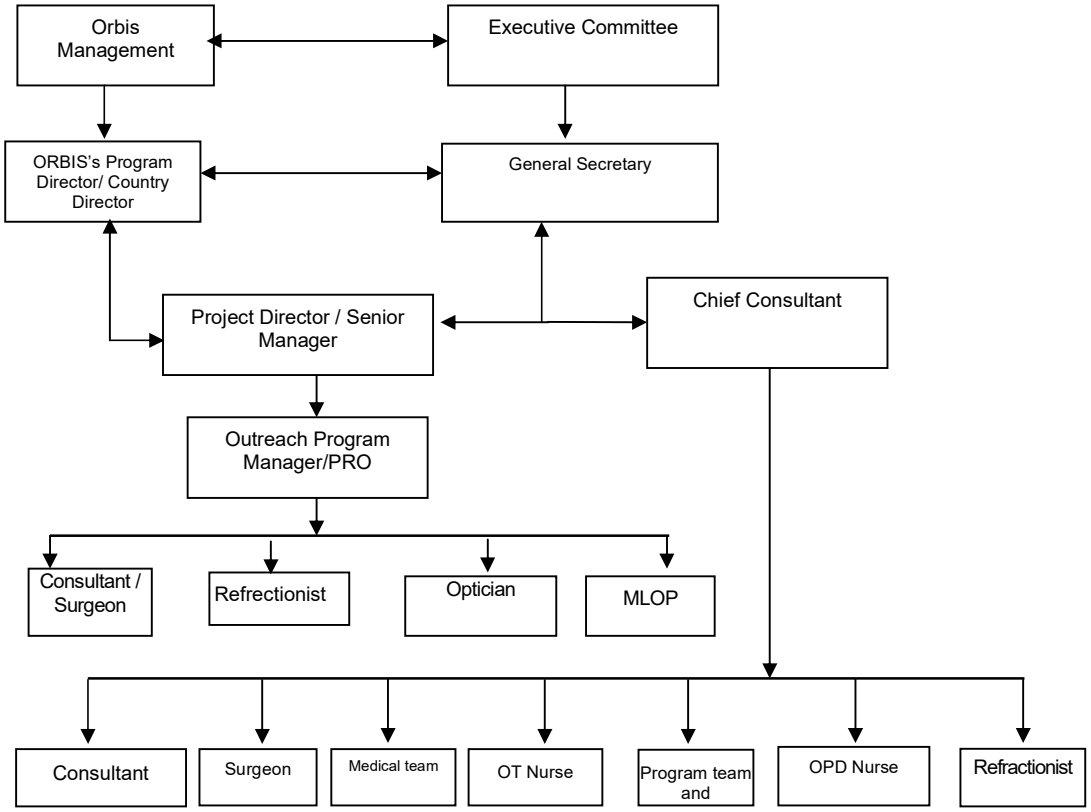

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুনঃ

অ. ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের মাধ্যমে বিনামূল্যে চক্ষু স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ছানি অপারেশন ও চিকিৎসা কার্যক্রমঃ

প্রকল্প বর্ষ ০১ (০১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত) এ ৯০ টি ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবির কার্যক্রম এর মাধ্যমে চাঁদপুর জেলার উপজেলাসমূহের বিভিন্ন ইউনিয়নে সাধারণ গরীব চক্ষুরোগীদের জন্য ৩ দিনব্যাপী চক্ষুসেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কার্যক্রমে পিকেএসএফ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে বাছাইকৃত দরিদ্র ও অসহায় চোখে ছানিপড়া রোগীদেরকে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চশমা প্রদান করা হবে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪৫,০০০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা, ঔষধ, চশমা সরবরাহসহ অপারেশনযোগ্য ৪,৫০০ জন ছানিরোগীকে হাসপাতালের নিজস্ব ব্যাবস্থাপনায় হাসপাতালে এনে ছানি অপারেশন (আইওএল লেন্স সংযোজনসহ) করা হবে ও রোগীদেরকে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে। অতঃপর কিছুদিন পর অপারেশনকৃত রোগীদেরকে ফলো-আপ চিকিৎসা সেবা প্রদানপূর্বক প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চশমার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রকল্প বর্ষ ০২ (০১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৭ পর্যন্ত) এ ২০ টি ভ্রাম্যমান চক্ষু শিবির কার্যক্রম এর মাধ্যমে চাঁদপুর জেলার উপজেলাসমূহের বিভিন্ন ইউনিয়নে সাধারণ গরীব চক্ষুরোগীদের জন্য ৩ দিনব্যাপী চক্ষুসেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কার্যক্রমে পিকেএসএফ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে বাছাইকৃত দরিদ্র ও অসহায় চোখে ছানিপড়া রোগীদেরকে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চশমা প্রদান করা হবে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ১০,০০০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা, ঔষধ, চশমা সরবরাহসহ অপারেশনযোগ্য ১,০০০ জন ছানিরোগীকে হাসপাতালের নিজস্ব ব্যাবস্থাপনায় হাসপাতালে এনে ছানি অপারেশন (আইওএল লেন্স সংযোজনসহ) করা হবে ও রোগীদেরকে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে। অতঃপর কিছুদিন পর অপারেশনকৃত রোগীদেরকে ফলো-আপ চিকিৎসা সেবা প্রদানপূর্বক প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চশমার ব্যবস্থা করা হবে।

খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী-'ক' মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিওর তথ্য দিন

➦ প্রকল্পটি কোন সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে না।

গ. সংলগ্নী 'খ' তে প্রত্যেক ব্যক্তির (যারা প্রকল্প থেকে বেতন ভাতা ও সম্মানী গ্রহণ করবেন) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করুন

➦ সংলগ্নী - 'খ' দাখিল করা হল।

ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণায়মান হলে নিমোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন

অ) টাকার পরিমাণ	ঃ প্রযোজ্য নয়
আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি	ঃ প্রযোজ্য নয়
ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণায়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)	ঃ প্রযোজ্য নয়
ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুন	ঃ প্রযোজ্য নয়

ঙ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী- 'গ' তে প্রদান করুন

➦ প্রযোজ্য নয়।

চ. খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী- 'ঘ' তে প্রদান করুন

➦ সংলগ্নী - 'ঘ' দাখিল করা হল।

ছ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করুন

এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে অত্র অঞ্চলের চক্ষু রোগীদের চক্ষু স্বাস্থ্যসেবার জন্য মাজহারুল হক বিএনএসবি আই হসপিটালের সাথে একটি সরাসরি সেবাগ্রহনের যোগাযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে পরিহার যোগ্য অন্ধত্ব নিবারণে সামগ্রিকভাবে অবদান রাখবে।

এ প্রকল্পটি সমাপ্তির পর আশা করা যায় যে, মাজহারুল হক বিএনএসবি আই হসপিটাল চক্ষু স্বাস্থ্য সেবার দায়িত্ব ও প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষায় স্বচেষ্ট থাকবে যা এই প্রকল্পের মাধ্যমে আহরণ করা হয়েছে। যেমন- দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রচার, প্রচারণা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র ও প্রান্তিক বৃহত্তর জনগোষ্টির সাথে যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি।

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা ঃ

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে প্রণয়ণ করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

- প্রকল্পটি প্রণয়ন করার আগে কর্ম এলাকার সম্ভাব্য উপকারভোগী জনগণ, নেতৃস্থানীয় জনগণ ও সরকারী/বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে। দাতা সংস্থার পরামর্শক্রমে প্রকল্প এলাকা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চালু কর্মকান্ড (যদি থাকে) বিবেচনান্তে কাজের ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন।

- প্রকল্প কর্ম এলাকায় অন্য কোন এনজিও একই ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে না বিধায় কর্ম এলাকায় দ্বৈততা হবার সুযোগ নেই।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরণের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অননুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা ঃ

- প্রযোজ্য নয়

ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)

ক্র. নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১	প্রকল্প ছক (এফডি-৬)	✓	
২	হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন	✓	
৩	বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	
৪	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	✓	
৫	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	✓	
৬	প্রকল্পের output details	✓	
৭	মানবসম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাবলি	✓	
৮	সংস্থার নির্বাহী কমিটির তথ্যাবলি	✓	
৯	যোগাযোগ মাধ্যমঃ টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল ইত্যাদি	✓	
১০	তথ্য কর্মকর্তা	✓	
১১	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	✓	

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করুন ঃ

➦ না।

ক. সংলগ্নী - 'ঙ' তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করুন

➦ প্রযোজ্য নয়।

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে

➦ প্রযোজ্য নয়।

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ

➦ প্রযোজ্য নয়।

১১. প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান ঃ

প্রকল্প বর্ষ ০১ (০১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)

ক. বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত) ঃ ১,৬৩,২৮,০০০/-
খ. দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থায়ীয় মুদ্রায় অনুদান ঃ প্রযোজ্য নয়
গ. স্থানীয় অনুদান (সংস্থার নিজস্ব) ঃ প্রযোজ্য নয়
ঘ. স্থানীয় অনুদান (অন্যান্য উৎস থেকে) ঃ প্রযোজ্য নয়
প্রাক-মোট ঃ ১,৬৩,২৮,০০০/-

প্রকল্প বর্ষ ০২ (০১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৭ পর্যন্ত)

ক. বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত) ঃ ৩৫,৬৬,০০০/-
খ. দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থায়ীয় মুদ্রায় অনুদান ঃ প্রযোজ্য নয়
গ. স্থানীয় অনুদান (সংস্থার নিজস্ব) ঃ প্রযোজ্য নয়
ঘ. স্থানীয় অনুদান (অন্যান্য উৎস থেকে) ঃ প্রযোজ্য নয়
প্রাক-মোট ঃ ৩৫,৬৬,০০০/-
সর্বমোট (প্রকল্প বর্ষ ০১+০২)ঃ ১,৯৮,৯৪,০০০/-

ঙ. স্থানীয় অনুদানের উৎসসমূহ কি কি এবং কোন উৎস থেকে কত টাকা ঃ

- **প্রযোজ্য নয়**

১২. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ ঃ

প্রকল্প বর্ষ-০১

০১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

ক্র.নং	খাত	পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১	সর্বমোট
১.০০	**বেতন ও ভাতাদি:** প্রকল্প কর্মচারীদের বেতন/ভাতা (দেশী)				
১.০১	চিকিৎসক (২ জন * ১২ মাস * ৭৫,০০০/-)	২৪	৭৫,০০০	১৮,০০,০০০	১৮,০০,০০০
১.০২	রিফ্রেকশনিষ্ট (৩ জন * ১২ মাস * ৫০,০০০/-)	৩৬	৫০,০০০	১৮,০০,০০০	১৮,০০,০০০
১.০৩	নার্স/প্যারামেডিকস (৪ জন * ১২ মাস * ৩৫,০০০/-)	৪৮	৩৫,০০০	১৬,৮০,০০০	১৬,৮০,০০০
	পেসেন্ট হেলপার (৮ জন * ১২ মাস * ১৫,০০০/-)	৯৬	১৫,০০০	১৪,৪০,০০০	১৪,৪০,০০০
১.০৪	প্রকল্প কর্মকর্তা (১ জন*১২ মাস * ৬০,০০০/-)	১২	৬০,০০০	৭,২০,০০০	৭,২০,০০০
	মোট (০১.০০)ঃ			**৭৪,৪০,০০০**	**৭৪,৪০,০০০**
২.০০	**সরবরাহ ও সেবা:**				
০২.০১	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস	৯০ টি	১,২০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০
০২.০২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৯০ টি	৩,০০০	২,৭০,০০০	২,৭০,০০০
০২.০৩	অডিট	০১ টি	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
০২.০৪	সচেতন/উদ্বুদ্ধকরণ/ সংবেদনশীলতা/প্রচারণা সভা	০৩ টি	২৬,০০০	৭৮,০০০	৭৮,০০০
০২.০৫	স্বাস্থ্যকর্মীদের ওরিয়েন্টেশন	২৫০	১,৮০০	৪,৫০,০০০	৪,৫০,০০০
০২.০৬	চিকিৎসা ব্যয় (ছানি অপারেশন)	৪৫০০	১,৬৫২	৭৪,৩২,০০০	৭৪,৩২,০০০
	মোট (০২.০০)ঃ			**৮৩,৮৮,০০০**	**৮৩,৮৮,০০০**
৩.০০	**মূলধন ব্যয়:** সংলগ্নী-চ				
০৩.০১	মেডিকেল যন্ত্রপাতি	০১	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	**৫,০০,০০০**
	মোট (০৩.০০)ঃ			**৫,০০,০০০**	**৫,০০,০০০**
	প্রকল্প বর্ষ ০১ সর্বমোটঃ (০১.০০+০২.০০+৩.০০)ঃ			**১,৬৩,২৮,০০০**	**১,৬৩,২৮,০০০**

প্রকল্প বর্ষ-০২

০১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৭ এর মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

ক্র.নং	খাত	পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-২	সর্বমোট
১.০০	**বেতন ও ভাতাদি:** প্রকল্প কর্মচারীদের বেতন/ভাতা (দেশী)				
১.০১	চিকিৎসক (১ জন * ৭ মাস * ৭৫,০০০/-)	৭	৭৫,০০০	৫,২৫,০০০	১৮,০০,০০০
১.০২	রিফ্রেকশনিষ্ট (১ জন * ৭ মাস * ৫০,০০০/-)	৭	৫০,০০০	৩,৫০,০০০	১৮,০০,০০০

১.০৩	নার্স/প্যারামেডিকস (১ জন * ৭ মাস * ৩৫,০০০/-)	৭	৩৫,০০০	২,৪৫,০০০	১৬,৮০,০০০
১.০৪	পেসেন্ট হেলপার (২ জন * ৭ মাস * ১৫,০০০/-)	১৪	১৫,০০০	২,১০,০০০	১৪,৪০,০০০
১.০৫	প্রকল্প কর্মকর্তা (১ জন*৭ মাস * ৬০,০০০/-)	৭	৬০,০০০	৪,২০,০০০	৭,২০,০০০
	মোট (০১.০০)ঃ			**১৭,৫০,০০০**	**১৭,৫০,০০০**
২.০০	**সরবরাহ ও সেবা:**				
০২.০১	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস	২০ টি	১,২০০	২৪,০০০	২৪,০০০
০২.০২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	২০ টি	৩,০০০	৬০,০০০	৬০,০০০
০২.০৩	অডিট	০১ টি	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
০২.০৪	সচেতন/উদ্বুদ্ধকরণ/ সংবেদনশীলতা/প্রচারণা সভা	০৩ টি	২২,০০০	৬৬,০০০	৬৬,০০০
০২.০৫	চিকিৎসা ব্যয় (ছানি অপারেশন)	১,০০০	১,৬১৬	১৬,১৬,০০০	১৬,১৬,০০০
	মোট (০২.০০)ঃ			**১৮,১৬,০০০**	**১৮,১৬,০০০**
প্রকল্প বর্ষ ০২ সর্বমোটঃ (০১.০০+০২.০০)ঃ				**৩৫,৬৬,০০০**	**৩৫,৬৬,০০০**

প্রকল্প বর্ষ ০১+০২ সর্বমোটঃ			**১,৯৮,৯৪,০০০**	**১,৯৮,৯৪,০০০**

টিকা ঃ

ক) দাতা সংস্থা অনুমোদিত বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয়ের খাত ও বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে। Economic Code থেকে খরচের খাত বাছাই করে বাজেট প্রণয়ণ করতে হবে। বাজেটে দেখানো হয়নি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।

খ) সংলগ্নী - 'চ'-তে আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।

গ) প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে সংলগ্নী -'ছ' তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কসপের দিনপুঞ্জি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট / প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন ঃ

প্রকল্প বর্ষ-০১

০১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

ক্র.নং	খাত	পরিমাণ	একক ব্যয়	প্রকল্প বর্ষ-১
০১.০০	**সরবরাহ ও সেবা:**			
০১.০১	অডিট ফি	০১	৫০,০০০	৫০,০০০
০১.০২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৯০	৩,০০০	২,৭০,০০০
০১.০৩	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস	৯০	১,২০০	১,০৮,০০০
মোট (০১.০০)ঃ				**৪,২৮,০০০**

প্রকল্প বর্ষ-০২
০১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৭

ক্র.নং	খাত	পরিমাণ	একক ব্যয়	প্রকল্প বর্ষ-১
০১.০০	**সরবরাহ ও সেবা:**			
০১.০১	অডিট ফি	০১	৫০,০০০	৫০,০০০
০১.০২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	২০	৩,০০০	৬০,০০০
০১.০৩	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস	২০	১,২০০	২৪,০০০
মোট (০১.০০)ঃ				**১,৩৪,০০০**

ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাতঃ ২.৯ ঃ ৯৭.১

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা ঃ

- বাংলাদেশের স্বাস্থ্যগত পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নতিকল্পে প্রকল্প কার্যক্রমসমূহ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। কারন পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে স্বাস্থ্যগত পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পূর্বশর্ত হল একটি রোগমুক্ত পরিবেশ। প্রকল্প কার্যক্রমসমূহের মাধ্যমে সমাজকে অন্ধত্ব মুক্ত করা, চক্ষুরোগ মুক্ত করা, তাদেরকে সামাজিকভাবে গ্রহনযোগ্য করে গড়ে তোলা, সম্ভাব্য পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করা, দৃষ্টি সবার অধিকার ও চক্ষুরোগ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা, পুষ্টি সম্পন্ন খাবার গ্রহন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, নিরাপদ পানির ব্যবহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার ফলে পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্প কার্যক্রমসমূহ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

- প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক কোন প্রভাব ফেলবে না।

১৫. প্রকল্প থেকে কি পরিমান কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ঃ

শ্রেণী	প্রকল্পে (প্রত্যক্ষ)	কর্মকান্ডের ফল (পরোক্ষ)
চিকিৎসক	০১	কর্মকান্ডের ফলে প্রত্যক্ষভাবে সকলে সুস্থ্য জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে এবং পরোক্ষভাবে তাদের কাজের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে সকলে মর্যাদা অনুভব করবে। আশা করা যায় প্রায় ৫৫,০০০ জন চক্ষুরোগী প্রত্যক্ষভাবে চক্ষু চিকিৎসা সুবিধা পাবে।
রিফ্রেকশনিস্ট	০৪	
ডিপ্লোমা প্যারামেডিক	৪	
পেসেন্ট হেলপার	৮	
প্রকল্প কর্মকর্তা	০১	
মোট	১৮ জন	

নাম ঃ **শামীম খান**
স্বাক্ষর ঃ
(প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা/ কোঅর্ডিনেটর)
ঠিকানা ঃ মাজহারুল হক বিএনএসবি আই হসপিটাল
কুমিল্লা রোড, চাঁদপুর-৩৬০০।
তারিখ ঃ ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ইং

নাম ঃ **এম এ মাসুদ ভূঁইয়া**
স্বাক্ষর ঃ
(সংস্থার প্রধান নির্বাহী/সাধারণ সম্পাদক)
ঠিকানা ঃ মাজহারুল হক বিএনএসবি আই হসপিটাল
কুমিল্লা রোড, চাঁদপুর-৩৬০০।
তারিখ ঃ ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ইং

➦ প্রকল্পটি কোন সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে না। সুতরাং সংলগ্নী-'ক' **প্রযোজ্য নয়।**

পার্টনার এনজিওর বিস্তারিত

[প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারীকৃত স্মারক নং ১০৭ তারিখ ২৯ মে ২০০১ এর অনুচ্ছেদ মোতাবেক]

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা	সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর নিবন্ধন নং	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ	কর্ম এলাকা (ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	প্রাক্কলিত বরাদ্দ	সম্পাদনের সময়সীমা
		ক) ..... খ).....			
		ক) ..... খ).....			
		ক) ..... খ).....			
		ক) ..... খ).....			
		ক) ..... খ).....			

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এম এ মাসুদ ভূঁইয়া
পদবী ঃ সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ইং

১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) ঃ **(সংযুক্ত)**

প্রকল্প বর্ষ-০১ (০১ অক্টোবর ২০২৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

ক্রম	পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি				
							মাসিক বেতন (টাকা)	একক বেতন	প্রকল্প বর্ষ-০১ এই প্রকল্প হতে বেতন	প্রকল্প বর্ষ-০২ এই প্রকল্প হতে বেতন	অন্যান্য প্রকল্প / হাসপাতাল হতে
১.	কনসালটেন্ট ও সার্জন	বাংলাদেশী	১৯ মাস	এমবিবিএস; ডিসিও আইওএল সার্জারী	০৮ বছর	চক্ষু চিকিৎসা ও অপারশেন করা	৭৫,০০০/-	৭৫,০০০/-	৯,০০,০০০/-	৫,২৫,০০০/-	সম্পূর্ন
২.	কনসালটেন্ট ও সার্জন	বাংলাদেশী	১২ মাস	এমবিবিএস; ডিসিও আইওএল সার্জারী	১০ বছর	চক্ষু চিকিৎসা ও অপারশেন করা	৭৫,০০০/-	৭৫,০০০/-	৯,০০,০০০/-	-	সম্পূর্ন
৩.	প্রকল্প কর্মকর্তা	বাংলাদেশী	১৯ মাস	এমবিএ	১২ বছর	প্রকল্প সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও তৎসংলগ্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা ও চাহিদামত সরবরাহ করা	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-	৭,২০,০০০/-	৪,২০,০০০/-	সম্পূর্ন
৪.	রিফ্রেকশনিষ্ট (চিকিৎসা সহকারী)	বাংলাদেশী	১৯ মাস	এইচএসসি; অপথালমিক প্যারামেডিক কোর্স	১৬ বছর	চশমা পরীক্ষা, অপারেশনের আগে ও পরে রোগীদের চিকিৎসায় সহযোগিতা করা	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	৬,০০,০০০/-	৩,৫০,০০০/-	সম্পূর্ন
৫.	রিফ্রেকশনিষ্ট (চিকিৎসা সহঃ)	বাংলাদেশী	১২ মাস	বিএ; অপথালমিক প্যারামেডিক কোর্স	১২ বছর	চশমা পরীক্ষা, অপারেশনের আগে ও পরে রোগীদের চিকিৎসায় সহযোগিতা করা	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	৬,০০,০০০/-	-	সম্পূর্ন
৬.	রিফ্রেকশনিষ্ট (চিকিৎসা সহঃ)	বাংলাদেশী	১২ মাস	বিএ; অপঃ প্যারাঃ কোর্স	০৮ বছর	চশমা পরীক্ষা, অপারেশনের আগে ও পরে রোগীদের চিকিৎসায় সহযোগিতা করা	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	৬,০০,০০০/-	-	সম্পূর্ন
৭.	প্যারামেডিক	বাংলাদেশী	১৯ মাস	এইচএসসি; অপঃ প্যারাঃ কোর্স	০৩ বছর	অপারেশনের আগে ও পরে রোগীদের চিকিৎসায় সহযোগিতা করা	৩৫,০০০/-	৩৫,০০০/-	৪,২০,০০০/-	২,৪৫,০০০/-	সম্পূর্ন
৮.	প্যারামেডিক	বাংলাদেশী	১২ মাস	এইচএসসি; অপঃ প্যারাঃ কোর্স	০৩ বছর	অপারেশনের আগে ও পরে রোগীদের চিকিৎসায় সহযোগিতা করা	৩৫,০০০/-	৩৫,০০০/-	৪,২০,০০০/-	-	সম্পূর্ন
৯.	প্যারামেডিক	বাংলাদেশী	১২ মাস	এইচএসসি; অপঃ প্যারাঃ কোর্স	০২ বছর	অপারেশনের আগে ও পরে রোগীদের চিকিৎসায় সহযোগিতা করা	৩৫,০০০/-	৩৫,০০০/-	৪,২০,০০০/-	-	সম্পূর্ন
১০.	প্যারামেডিক	বাংলাদেশী	১২ মাস	এইচএসসি; অপঃ	০২ বছর	অপারেশনের আগে ও পরে রোগীদের	৩৫,০০০/-	৩৫,০০০/-	৪,২০,০০০/-	-	সম্পূর্ন

				প্যারাঃ কোর্স		চিকিৎসায় সহযোগিতা করা					
১১.	ফিমেইল হেলপার	বাংলাদেশী	১৯ মাস	এসএসসি	১৬ বছর	রোগীদের সেবা	১৫,০০০/-	১৫,০০০/-	১,৮০,০০০/-	১,০৫,০০০/-	সম্পূর্ন
১২.	মেইল হেলপার	বাংলাদেশী	১৯ মাস	এসএসসি	১২ বছর	রোগীদের সেবা	১৫,০০০/-	১৫,০০০/-	১,৮০,০০০/-	১,০৫,০০০/-	সম্পূর্ন
১৩.	ফিমেইল হেলপার	বাংলাদেশী	১২ মাস	এসএসসি	১২ বছর	রোগীদের সেবা	১৫,০০০/-	১৫,০০০/-	১,৮০,০০০/-	-	সম্পূর্ন
১৪.	মেইল হেলপার	বাংলাদেশী	১২ মাস	এসএসসি	০৭ বছর	রোগীদের সেবা	১৫,০০০/-	১৫,০০০/-	১,৮০,০০০/-	-	সম্পূর্ন
১৫.	মেইল হেলপার	বাংলাদেশী	১২ মাস	এসএসসি	০৬ বছর	রোগীদের সেবা	১৫,০০০/-	১৫,০০০/-	১,৮০,০০০/-	-	সম্পূর্ন
১৬.	মেইল হেলপার	বাংলাদেশী	১২ মাস	এসএসসি	০৬ বছর	রোগীদের সেবা	১৫,০০০/-	১৫,০০০/-	১,৮০,০০০/-	-	সম্পূর্ন
১৭.	মেইল হেলপার	বাংলাদেশী	১২ মাস	এসএসসি	০৬ বছর	রোগীদের সেবা	১৫,০০০/-	১৫,০০০/-	১,৮০,০০০/-	-	সম্পূর্ন
১৮.	মেইল হেলপার	বাংলাদেশী	১২ মাস	এসএসসি	০৬ বছর	রোগীদের সেবা	১৫,০০০/-	১৫,০০০/-	১,৮০,০০০/-	-	সম্পূর্ন
								মোট বেতন	**৭৪,৪০,০০০/-**	**১৭,৫০,০০০/-**	
									প্রকল্পবর্ষ-০১+০২ এ মোট বেতন (এই প্রকল্প থেকে)	**= ৯১,৯০,০০০/-**	

টিকা ঃ বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভূক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। এসডিজি ২০৩০ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরূৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিবেচ্য। দেশী বা বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক প্রকল্প কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং যে কোন স্বেচ্ছাসেবক ইনপুট হিসেবে বাজেটে অন্তর্ভূক্ত হবে।

২. প্রকল্পে নিয়োগকৃত/নিয়োজিতব্য প্রত্যেক বিদেশী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্য উল্লেখ করুন ঃ

➦ প্রকল্পটিতে কোন বিদেশী নিয়োগকৃত/নিয়োজিতব্য নাই।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এম এ মাসুদ ভূঁইয়া
পদবী ঃ সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ইং

➦ ভৌত নির্মাণ কাজ প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত নয় বলে সংলগ্নী-'গ' প্রযোজ্য নয়।

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ

(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

ক) জমির মালিকানা প্রমানসহ (যার স্বপক্ষে নামজারী/খারিজ করা হয়েছে)

খ) প্রকৌশল ডিজাইন

গ) নির্মণের লে-আউট

ঘ) প্রাক্কলিত ব্যয়

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এম এ মাসুদ ভূঁইয়া
পদবী ঃ সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৮ অক্টেবর ২০২৫ ইং

খাত ও উপ-খাতের তালিকা **(সংযুক্ত)**

(নীতি-পরিকল্পনা ও ডাটাবেইজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে)

ক্র. নং	কার্যক্রমসমূহ	প্রকল্প বর্ষ-০১	প্রকল্প বর্ষ-০২	সর্বমোট (প্রকল্প বর্ষ (০১+০২)
০১০০	**স্বাস্থ্য**			
০১০১	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা			
০১০২	উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবা/হাসপাতাল কার্যক্রম	১,৫৩,৭২,০০০/-	৩৩,৬৬,০০০/-	১,৮৭,৩৮,০০০/-
০১০৩	পুষ্টি কর্মসূচি			
০১০৪	সংক্রামক রোগসমূহ			
০১০৫	আইইসি(তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ)	৭৮,০০০/-	৬৬,০০০/-	১,৪৪,০০০/-
০১০৬	মেডিকেল/নার্সিং সেবা/প্যারামেডিক শিক্ষা			
০১০৭	গবেষণা, জরিপ, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সেমিনার	৪,৫০,০০০/-	-	৪,৫০,০০০/-
০১০৮	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম			
০২০০	**পরিবার পরিকল্পনা**			
০২০১	নন-ক্লিনিক্যাল জন্মনিয়ন্ত্রণ			
০২০২	ক্লিনিক্যাল জন্মনিয়ন্ত্রণ			
০২০৩	গবেষণা,জরিপ/, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সম্মেলন			
০২০৪	আইইএম (তথ্য শিক্ষা এবং প্রচারণা)			
০২০৫	পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম			
০২০৬	জনসংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম			
০৩০০	জনস্বাস্থ্য			
০৩০১	পনি (গভীর নলকুপ, অগভীর নলকুপ ইত্যাদি হার্ডওয়ার)			
০৩০২	পয়ঃ নিষ্কাশন (হার্ডওয়ার)			
০৩০৩	আর্সেনিক			
০৩০৪	এইচআইবি/এইডস সেবা ও পুনর্বাসন			
০৩০৫	মাদক নিরাময় ও পুনর্বাসন			
০৩০৬	আইইএম (তথ্য/শিক্ষা এবং প্রচারণা)			
০৩০৭	জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম			
০৪০০	**শিক্ষা, যুব ও সংস্কৃতি**			
০৪০১	ইসিডি, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা			
০৪০২	বয়স্ক ও গণশিক্ষা			
০৪০৩	প্রযুক্তি ও কারিগরী /বৃত্তি মূলক শিক্ষা			
০৪০৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা			
০৪০৫	শিক্ষা সংক্রান্ত ও অন্যান্য কার্যক্রম			
০৪০৬	যুব উন্নয়ন কর্মসূচি			
০৪০৭	খেলাধুলা কর্মসূচি			
০৪০৮	সাংস্কৃতিক কর্মসূচি			
০৫০০	**সমাজ কল্যাণ**			
০৫০১	আত্ম-কর্ম সংস্থান কর্মসূচি			
০৫০২	এতিম খানা ও এতিম কর্মসূচি			
০৫০৩	সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি			
০৫০৪	অক্ষম/প্রতিবন্ধি বক্তিদের উন্নয়ন			
০৫০৫	বয়স্ক পুর্নবাসন কর্মসূচি/নিবাস			
০৫০৬	দুঃস্থদের জন্য পুর্নবাসন কর্মসূচি			
০৫০৭	যৌনকর্মী/ড্রপ-ইন-সেন্টার			

০৫০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি			
০৫০৯	সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য কার্যক্রম			
০৬০০	**মহিলা ও শিশু বিষয়ক**			
০৬০১	বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ ও সচেতনতা			
০৬০২	নারীর ক্ষমতায়ন/জেন্ডার			
০৬০৩	শিশু শ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম			
০৬০৪	পথ-শিশুদের জন্য কর্মসূচি			
০৬০৫	এসিড ও অগ্নিদগ্ধ আক্রান্তড়দের চিকিৎসা ও পুর্নবাসন			
০৬০৬	মহিলাদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ			
০৬০৭	নারী ও শিশু পাচার			
০৬০৮	আইইসি কার্যক্রম			
০৬০৯	মহিলা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম			
০৬১০	শিশু বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম			
০৭০০	**আইন ও সুশাসন, নির্বাচন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র**			
০৭০১	মানবাধিকার কার্যক্রম			
০৭০২	আইনগত সহায়তা কর্মসূচি			
০৭০৩	সুশাসন সম্পর্কিত কার্যক্রম			
০৭০৪	সংসদ ও গণতন্ত্র			
০৭০৫	নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম			
০৭০৬	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মসূচি			
০৭০৭	ভূমি এবং ভূমি রিফর্মস সংক্রান্ত			
০৭০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি			
০৭০৯	অন্যান্য কার্যক্রম			
০৮০০	**নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি সম্পর্কিত**			
০৮০১	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক কার্যক্রম			
০৮০২	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির শিক্ষা			
০৮০৩	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা			
০৮০৪	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির সংস্কৃতিক উন্নয়ন			
০৮০৫	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম			
০৯০০	**কৃষি, সেচ, মৎস্যচাষ ও প্রাণি সম্পদ**			
০৯০১	কৃষি উন্নয়ন			
০৯০২	সেচ ও পানি সম্পদ সংক্রান্ত			
০৯০৩	হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু উন্নয়ন কার্যক্রম			
০৯০৪	মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রম			
০৯০৫	গবেষণা/জরিপ/, প্রশিক্ষণ, সেমিনার/, কনফারেন্স/ ,সভা			
০৯০৬	আইইএম/আইইসি কার্যক্রম			
১০০০	**দূর্যোগ, ত্রাণ ও পুর্নবাসন এবং গৃহায়ন**			
১০০১	দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন			
১০০২	পুর্নবাসন কর্মসূচি (জীবিকা)			
১০০৩	পুনর্বাসন কর্মসূচি (অবকাঠামো)			
১০০৪	বহুমুখী নিরাপদ আশ্রয়/নিরাপদ আবাস কর্মসূচি			

১০০৫	দূর্যোগ পরবর্তী আবাস কর্মসূচি			
১০০৬	সাধারণ গৃহনির্মাণ কর্মসূচি			
১০০৭	ত্রাণ, গৃহায়ণ ও দূর্যোগ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম			
১১০০	**বিদুৎ ও জ্বালানী**			
১১০১	বায়ো-গ্যাস			
১১০২	সৌরশক্তি/বায়ুশক্তি			
১১০৩	আইইসি/আইইএম			
১১০৪	গবেষণা/জরীপ, প্রশিক্ষণ,সেমিনার/, কনফারেন্স, সভা			
১১০৫	বিদ্যুৎ সংরক্ষণ সং ান্ত অন্যান্য কর্মসূচি			
১১০৬	আইইসি/আইইএম			
১২০০	**পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন**			
১২০১	বৃক্ষরোপণ/বনায়ন কর্মসূচি			
১২০২	পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম			
১২০৩	জলবায়ু পরিবর্তন			
১২০৪	আইইসি/আইইএম			
১২০৫	পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম			
১৩০০	**তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি**			
১৩০১	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ/ শিক্ষা			
১৩০২	তথ্য কেন্দ্র/কলসেন্টার			
১৩০৩	টেলিফোন যোগে চিকিৎসা/টেলিমেডিসিন			
১৩০৪	কমিউনিটি রেডিও/টেলিভিশন			
১৩০৫	সংবাদ, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম			
১৩০৬	তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত অন্যায্য কার্যক্রম			
১৪০০	**স্থানীয় সরকার**			
১৪০১	ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত কার্যক্রম			
	মোট (টাকা)	**১,৫৯,০০,০০০/-**	**৩৪,৩২,০০০/-**	**১,৯৩,৩২,০০০/-**

বিঃদ্রঃ প্রদত্ত ছকে অর্থ বিভাজনকালে দ্বৈততা পরিহার করুন। এ ছকে ওভারহেড/প্রশাসনিক ব্যয় দেখানো যাবে না।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এম এ মাসুদ ভূঁইয়া
পদবী ঃ সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ইং

সংলগ্নী- ‘ঙ’

সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন

(পরিপত্র-২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৭ ‘গ’ মোতাবেক প্রয়োজন)- **(প্রযোজ্য নয়)**

প্রকল্পের নাম ঃ

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ ঃ প্রকল্প মূল্য ঃ

কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
	লক্ষমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম ঃ এম এ মাসুদ ভূঁইয়া

পদবী ঃ সাধারণ সম্পাদক

তারিখ ঃ ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ইং

উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা (সংযুক্ত)
অফিস যন্ত্রপতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসভাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ (প্রযোজ্য নয়)

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা

ক্র.নং	আইটেমের নাম	(প্রস্তুতকারক ও মডেল)	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকায়)	মোট ব্যয়
১	Portable Slit Lamp	Kangua, China	১	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০
সর্বমোটঃ					**৫,০০,০০০**

৩. যানবাহনের বর্ণনা (প্রযোজ্য নয়)

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক মডেলসহ)	পরিমান	একক মূল্য (টাকায়)	মোট ব্যয়
সর্ব মোট				

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা করুন।

উক্ত প্রকল্পটি একটি নতুন প্রকল্প। প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পরে দাতা সংস্থাসমূহের সহযোগীতায নতুন প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহন করা হবে এবং উক্ত যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র দরিদ্র ও অতিদরিদ্র রোগীদেরকে স্বল্পমূল্যে ও বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদানে ব্যবহার করা হবে।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম ঃ এম এ মাসুদ ভূঁইয়া
পদবী ঃ সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ইং

সংলগ্নী – 'ছ'

প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও কনফারেন্সের দিনপুঞ্জি (সংযুক্ত)

প্রকল্প বর্ষ-০১
(০১ অক্টোবর ২০২৫- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

ক্রম	শিরেনাম/বিষয়	স্থান ও সময়	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
০১	বিশ্ব দৃষ্টি দিবস উদযাপন	চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর অক্টোবর' ২০২৫	০১ টি	১০০ জন	২৬,০০০/-	
০২	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উদযাপন	চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর নভেম্বর' ২০২৫	০১ টি	১০০ জন	২৬,০০০/-	
০৩	আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন	চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর মার্চ' ২০২৬	০১ টি	১০০ জন	২৬,০০০/-	
০৪	স্বাস্থ্যকর্মীদের ওরিয়েন্টেশন	চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর নভেম্বর' ২০২৫	১০ টি	২৫০ জন	৪,৫০,০০০/-	

প্রকল্প বর্ষ-০২
(০১ অক্টোবর ২০২৬- ৩০ এপ্রিল ২০২৭)

ক্রম	শিরেনাম/বিষয়	স্থান ও সময়	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
০১	বিশ্ব দৃষ্টি দিবস উদযাপন	চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর অক্টোবর' ২০২৬	০১ টি	১০০ জন	২২,০০০/-	
০২	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উদযাপন	চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর নভেম্বর' ২০২৬	০১ টি	১০০ জন	২২,০০০/-	
০৩	আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন	চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর মার্চ' ২০২৭	০১ টি	১০০ জন	২২,০০০/-	

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম ঃ এম এ মাসুদ ভূঁইয়া
পদবী ঃ সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৮ অক্টেবর ২০২৫ ইং